তারিখ 29 DEC 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 6 কলাম 1 ... ...

দৈনিক খবর

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী ইংরেজ শাসকদের তত্বাবধানে এদেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রত্যক্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনাবসানে ১৯৪৭ সালে এদেশ পাকিস্তান নামক আর একটি সাম্প্রদায়িক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের অধীনস্থ হয়। দীর্ঘ ২৪ বছর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও এদেশের মানুষ আজও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস লিখতে বসলে এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে তা লেখা যায় না। কেননা এই পরিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও ভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে।

১৮৫৭ সালে ভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ভারতবর্ষের তিনটি প্রেসিডেন্সী শহর মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিল অনুমোদন করে। এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণকারী উড, ডাফ ও অন্যান্য বিশপের দাবীকে উপেক্ষা করে বৃটিশ সরকার এদেশের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়কে উদারপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এ্যাক্টের দিকে (Act No.2 of 1957) তাকালে দেখা যায়, যে, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্রায়নস' তার মূল কথা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর এদেশের সমাজের পরিবর্তন ক্রততর আন্দোলনের ফলে তা যখন বাদ করতে বাধ্য হয় তখন এদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ আশাহত হোন। অনেকে মনে করেন রাজনৈতিক কারণে লর্ড মর্ডিঞ্জ ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দেন এবং রবার্ট নীথনের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন করেন। ১৯০৪ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের অনুকরণে এই কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পুরোপুরি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সুপারিশ করে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের কারণে তা বাস্তবায়ন হয়নি। পরে ম্যাডলার কমিশনের সুপারিশক্রমে স্বায়ত্তশাসিত বিকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উপাচার্যের নিয়োগ, কোর্ট, সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি বিবেচনা করলে এর গণতান্ত্রিক চরিত্রের প্রমাণ মিলবে।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাদের ঐতিহ্যকে চেতনার বশবর্তী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এ্যাক্ট সীমিত আকারে হলেও স্বায়ত্তশাসনের ধারণা স্বীকার করেছিল। কিন্তু সেই সীমিত স্বায়ত্তশাসনটুকু ধ্বংস করে পাকিস্তানের প্রথম বছরেই নতুন পাকিস্তান সরকার তাদের মধ্যযুগীয় চরিত্রের প্রকাশ ঘটান। East Bengal Educational ordinance 1947. (ordinance No. 1, 1947) The Dhaka University (Amendment) ordinance, 1948 (EB ordinance No. XIX of 1948) ঘোষণা করে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তবে ১৯৬১ সালের কুখ্যাত কালাকানুনের মাধ্যমে আইয়ুবের সামরিক সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের কবর রচনা করে। কিন্তু এদেশের ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের জনগণ ঐ কুখ্যাত কালাকানুনের বিরুদ্ধে সাহসিকতাপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনা করেছিল।

১৯৫৩ সালে পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টের দিকে তাকালে সরকারের এই স্বৈরাচারী মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। এই এ্যাক্টেও প্রাদেশিক সরকার ও চ্যান্সেলরকে অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

শহিদুল ইসলাম

অপরদিকে শিক্ষক ও কর্মচারীর বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করা সম্ভব হয়নি; বরং যারা এই অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিলেন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসনামলে এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রধানতঃ আসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। একুশের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ এদেশের জনগণের মুক্তির আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই বলা যায়, পরাধীন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সে সুচারুভাবে পালন করেছে। অপরদিকে দেশবাসী তাদের আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধারের বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যেমন ১৯৫৪ সালের ২১ দফার ১১ নম্বর দফা এবং ১৯৬৮-৬৯-এর ঐতিহাসিক ১১ দফার ১ (এক) দফায় বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন দাবী করা হয়েছে। এতে পুনরায় এটাই প্রমাণ করে যে জনগণের স্বাধীনতার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিশ্ববিদ্যালয় কতটুকু স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে তা দেখে বলে দেয়া যায় যে, দেশের জনগণ কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে।

যাহোক, পাকিস্তান ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে এদেশের চারটি স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গণতান্ত্রিক এ্যাক্ট পার্লামেন্ট অনুমোদন করে। এই এ্যাক্টের মূল দিক হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনের গণতন্ত্রায়ন। এই এ্যাক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারী যে কোন রাজনৈতিক মতামত পোষণ করতে পারেন এবং বাইরের আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারেন, যা ১৯৫৩ ও ১৯৬১ সালের এ্যাক্টে অস্বীকার করা হয়েছিল।

সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেন কোন বিষয়ে সংঘাতের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে ভারত ও বৃটেনের মত ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু বৃটেন ও ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে 'বিমক' সে দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করতে সমর্থ হলেও গণতন্ত্রহীন বাংলাদেশ বিমক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বরং বলা চলে, বিমক তার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা হারিয়েছে।

দৈনিক খবর

তারিখ 29 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... ... 6 কলাম 1 ... ...

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এদেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৮০ সালে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'। দ্বিতীয়টি ১৯৮৭ সালে সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়। তৃতীয়টি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আনু[illegible] পার্লামেন্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ও স্বায়ত্তশাসনের কথা লিখতে বসলে বর্তমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সামনে রাখতে হবে। ১৯৭৫ সালের প্রতিবিপ্লব এদেশের চাকা সম্পূর্ণ উল্টো মুখে ঘুরিয়ে দেয় এবং নয় মাসের যুদ্ধে জনগণের যেটুকু প্রাপ্তিযোগ ঘটেছিল তা ধ্বংস হয়। বাংলাদেশ আজ স্বাধীনতা বিরোধী মার্কিন-সৌদী পেট্রোডলারের সেবাদাসে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর ক্ষমতা যখন জনগণের কাছাকাছি ছিল তখন কিছু পজিটিভ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়েছিল। তার অন্যতম প্রধান বাংলাদেশের সংবিধান ও সেই সংবিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশসমূহ। পঁচাত্তরের পর সেই গণতান্ত্রিক সংবিধান পদদলিত হয়েছে এবং সরকার বার বার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক ধারাগুলোর সংশোধন করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলন ও জনগণের সমর্থনে সেগুলো প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এই গণতন্ত্রহীন, স্বৈরতান্ত্রিক দেশে স্বায়ত্তশাসন কতটুকু বজায় থাকে, তা আজকের আলোচনা থেকেই পরিষ্কার হয়।

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে, এই আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এদেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধ্যাদেশের মধ্যে এদেশের শাসকশ্রেণীর চরিত্র স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এসব অধ্যাদেশ সম্পর্কে আমরা এখনও বিস্তারিত কিছুই জানি না। খবরের কাগজ ও সংসদের কার্যবিবরণীর রিপোর্ট থেকে যেটুকুন জানা যায়, তাতে পরিষ্কার যে, ১৯৬১ সালের কালাকানুন স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নামে পুনর্বাসিত হয়েছে। বারো বছর হল পাকিস্তানী সামরিক শাসনের উত্তরসুরীরা ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। তার পিছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুনসহ সবকিছুর 'পাকিস্তানী' মডেল ফিরে আসবে, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

১৯৬৫ সালের টোকিও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশের এই নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অভিহিত করা সংগত হবে না। সবই সরকারী শিক্ষা পরিদপ্তরে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকার ও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র এক শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণী-স্বার্থে সংরক্ষিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সমগ্র দেশ ও জাতির কোন উপকার হতে পারে না।

আমরা দেখেছি দেশ যখন বৃটিশ ও পাকিস্তানের শাসনাধীনে ছিল, তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বের জন্য দেশবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় তখন সে দায়িত্ব

৬-এর পাতার পর

প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন

৬-এর পাতার পর

যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছে। কিন্তু তেমনি আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় দেশী-বিদেশী শাসক-শোষকের অবস্থান ও দেশবাসীর অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে লিপ্ত সাধারণ মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ নেতৃত্ব আশা করে। [illegible] দেশে বর্তমানে যে গণতন্ত্রের লেবাসধারী স্বৈরশাসন অব্যাহত আছে, তারাও চুপ করে বসে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা তাদের [illegible] গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহার করছে চায়। সেজন্যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নিয়েছে।

[illegible] দেশে দেশে আজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে কোন পক্ষ অবলম্বন করবে। মনে রাখতে হবে, জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম আর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন কোন সংগ্রাম নয়। জনগণের অধিকার সুরক্ষিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিষ্কণ্টক হবে। তাই জনগণের পক্ষে থাকুন, জনগণই আপনার স্বায়ত্তশাসন পাহারা দেবে। কেননা জনগণই স্বায়ত্তশাসনের একমাত্র অভিভাবক। *(সমাপ্ত)*